

৮ মাস ধরে চবির প্রো-ভিসি পদ শূন্য

সংবাদদাতা, চবি

গত মাস ধরে শূন্য রয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) প্রো-ভিসির পদটি। প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরীকে চবির ভিসি নিয়োগ দেয়ার পর থেকে প্রায় সাড়ে আট মাস পার হলেও প্রো-ভিসি পদে এখন পর্যন্ত কাউকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। ফলে প্রো-ভিসি দফতরের সব কাজ ভিসিকেই সামাল দিতে হচ্ছে। দেশের অন্যতম এ উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রো-ভিসির পদ দীর্ঘ দিন শূন্য থাকা সুখকর নয় বলে মনে করছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। অধ্যাদেশ অনুযায়ী অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো চবিতেও একাধিক প্রো-ভিসি নিয়োগ দেয়া যায় বলেও জানান অনেকে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. কাজী এসএম খসরুল আলম কুদ্দুসী বলেন, 'প্রো-ভিসি নিয়োগের বিষয়টি সরকারের। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রো-ভিসির ভূমিকা কম। তবে যেহেতু একটি পদ রয়েছে, এটি শূন্য না রেখে নিয়োগ দিতে পারে। এতে প্রশাসন পরিচালনায় সহায়ক হয়। এছাড়া ঢাকা, জাহাঙ্গীর নগরসহ দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো চবিতেও বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট অনুযায়ী একাধিক প্রো-ভিসি নিয়োগ দিতে পারে।' এ বিষয়ে চবির বেশ কিছু শিক্ষক জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসির পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য থাকার এ সংস্কৃতি কোনভাবেই সুখকর নয়। তাই অতিদ্রুত প্রো-ভিসি পদে নতুন করে নিয়োগ দেয়ার জন্য তারা সরকারের নিকট আহ্বান জানান। জানা গেছে, রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য অ্যাডভোকেট আবদুল হামিদ ২০১৫ সালের ২ জুন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেন প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরীকে। এর আগে ২ বছর তিনি প্রো-ভিসির দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৫ জুন। এর পরে সাড়ে আট মাস পার হলেও শূন্য হয়ে যাওয়া প্রো-ভিসি পদে এখন পর্যন্ত কাউকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। ফলে প্রো-ভিসি ছাড়াই অনুষ্ঠিত হচ্ছে সিনেট, সিন্ডিকেট, ফাইন্যান্স কমিটি, একাডেমিক কমিটিসহ অন্যান্য সভা। এতে প্রো-ভিসির সব দায়িত্ব ভিসিকেই সামাল দিতে হচ্ছে। এ বিষয়ে চবি ভিসি প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী বলেন, প্রো-ভিসি নিয়োগের বিষয়টি সম্পূর্ণই মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রমসমূহ ভিনবন্দ, হলের দায়িত্বসমূহ প্রভোস্টবন্দ, শিক্ষার্থীদের বিষয়গুলো প্রক্টর অফিস, প্রশাসনিক ক'রমসমূহ রেজিস্ট্রার অফিস পরিচালনা করেন।